

## ২৩ হাজার ফ্যামিলিতে ইফতার সামগ্রী বিতরণ



করোনা ভাইরাসের খবর যখন প্রথম আমরা শুনি, আমরা হয়তো কেইউ কল্পনা করিনি এই ভাইরাস এভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের কল্পনাকে হার মানিয়ে সারা বিশ্ব দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো মরণঘাতী ভাইরাস করোনা! এরই মাঝে চলে আসে মহিমান্বিত মাস রামাদান। বিগত বছরগুলোর

মতো এবছরও বাসমাহ ফাউন্ডেশন বৃহৎ আকারে ইফতার সামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম হাতে নেয়, আমরা এই সংকট দেখে কিছুটা চিন্তিত হলেও ঘাবড়ে যাইনি। দাতাদের আগ্রহ, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীগণের উৎসাহ আমাদেরকে বরাবরই সাহস যুগিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, সব শঙ্কা পায়ে দ্বলে অবশেষে ২৩ হাজারেরও উর্ধ্ব পরিবারে ইফতার সামগ্রী (খিজুর, বুট, মুড়ি, চিনি, চিড়া ইত্যাদি)

প্রদান করা হয়েছে। এসব সামগ্রী কক্সবাজারের টেকনাফে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির (ক্যাম্প ২৬-২৭) এবং কক্সবাজারের গরিব অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন, বস্তিবাসী ও ঢাকা সিটির ফুটপাতে নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করা হতভাগ্য মানুষের মাঝে।

## দেশব্যাপী অভাবী মানুষের দুয়ারে দুয়ারে বাসমাহর খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ



করোনা কালের এই সংকটে কর্মহীন হয়েছে হাজারো যুবক, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে নিম্নবিত্ত ছাপিয়ে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিশেহারা মানুষ। অনেকেই বাসমাহ ফাউন্ডেশনের ইনবক্সে খাদ্যাভাবের কথা জানিয়ে সাহায্যের বিনীত আবেদন করছেন। কেউ বা লজ্জায় বলতে পারছেন না নিজ অভাবের কথা।

আমরা সব রকম অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই খাদ্য সামগ্রীর উপহার। কিন্তু সামর্থের সীমাবদ্ধতা আমাদের মানতেই হয়। সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে বাসমাহ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অভাবী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার। ইতোমধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, কক্সবাজার, খুলনা,

সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, যশোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, চাঁদপুর, শরিয়তপুর, বি. বাড়িয়া সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মীগণ সতর্কতার সঙ্গে, উপযুক্ত ব্যক্তি ও পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করে সেই অনুপাতে বিতরণের কাজ সুশৃংখলভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।





## নাঙ্গলবন্দ বেদেপল্লী বস্তিবাসী

### শিশুদের মাঝে পোশাক বিতরণ

বাসমাহ'র পক্ষ থেকে গত ২১শে মে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার অন্তর্গত নাঙ্গলবন্দে অবস্থিত বেদেপল্লীতে শিশুদের মাঝে পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ঢাকা হতে চট্টগ্রামগামী হাইওয়ে রোডের ধারে নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁওয়ের নাঙ্গলবন্দে দড়িকান্দি ব্রিজ এর দু'পাশে গড়ে উঠেছে এই বেদেপল্লী, অনুন্নত পরিবেশে এখানেই বাস করে প্রায় ত্রিশোর্ধ পরিবার। আলহামদুলিল্লাহ সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। শীত মৌসুমে উষ্ণ পোশাক এবং করোনার এই প্রাদূর্ভাবে বেশ কয়েকবার খাদ্য ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এছাড়াও শিশুদের পড়াশোনার জন্য বাসমাহ'র পক্ষ থেকে একটি স্কুলও খোলা হয়েছে এই পল্লীতে।



## স্বপ্ন আয়ের আলেম ওলামাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ



খুব সীমিত আয়ের এই মানুষগুলো দিনরাত মেহনত করেন বাচ্চাদের পেছনে, কুরআনের খেদমত করতে পারেন এতেই যেন তাদের তৃপ্তি। কিন্তু চলমান করোনা সংকটে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অনেকের চলার জন্য নূন্যতম আয়ের পথও রুদ্ধ। বাসমাহ ফাউন্ডেশন খুঁজে খুঁজে এমন সব নিম্ন আয়ের আলেম উলামা ও কুরআনের খাদেমদের তালিকা করেছে। তাদের মধ্য হতে গত ৯ই মে ২১০ জনের মাঝে এক বস্তা করে চাল এবং ৫ কেজি করে ডাল উপহার প্রদান করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব হাফেজ মীর হোসাইন দা.বা.



এর শ্রদ্ধেয় পিতা, সোনারগাঁয়ের কৃতিসন্তান, বহুথল্ল প্রনেতা, মীর আব্বাস রহ. মাদ্রাসা-মসজিদ কমপ্লেক্সের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব হাফেজ মীর মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন দা.বা.

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাসমাহ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য, বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব হাফেজ মীর শাহাদাত হোসাইন সাহেব।

সামর্থের সবটুকু দিয়ে বাসমাহ সকল শ্রেণীর অসচ্ছল মানুষের দ্বারে দ্বারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সকলের দোয়া, ভালোবাসা ও সহযোগীতা থাকলে এধারা আরো গতিশীল হবে ইনশাআল্লাহ



## স্বাস্থ্যকর্মী ও মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের মাঝে পিপিই প্রদান

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সবাইকে অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কিন্তু গণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগীদের চিকিৎসার স্বার্থে সাহস করে ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয় স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের, সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলাছে কিনা, বিধি-নিষেধগুলো যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কিনা এনিয়ে তদারকি করতে হয় প্রশাসন ও আইন-শৃংখলার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের। তাই তাদের অতি সচেতন হওয়া বা ঘরে থাকার সুযোগ নেই।

এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে যারা দেশ ও জাতির জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের কারো কারো গায়ে আমরা তুলে দিয়েছি ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক পোষাক (পিপিই)। সারাদেশে যে পরিমাণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সামর্থের মধ্য থেকে প্রাপ্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছি। আমরা সবাই এগিয়ে এলেই এক সময় পৃথিবীটা আবারও সুস্থ হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ...



করোনাভাইরাস সংকটে সুরক্ষার সপে প্রতিদিন চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাওয়া বাসমাহ মেডিকেল টিম



প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মীদের মাঝে পিপিই প্রদান



দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার চিকিৎসকদের মাঝে বিতরণের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রয়োজনীয় পিপিই প্রদান



কক্সবাজার জেলা ডিসি অফিসে পিপিই প্রদান



কক্সবাজার জেলা ডিসি অফিসের মেজিন্টেপন বাসমাহ প্রদত্ত পিপিই পরিধান করে ভিডিওরত

## এক নজরে চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম



স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের মাঝে ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান

পিপিই ১,৮০৭ সেট  
মাস্ক ৩৬,৫০০ পিস  
এলকোহল প্যাড ১৫০ বক্স



করোনা সংকটে দেশের বিভিন্ন জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

হ্যান্ড স্যানিটাইজার ৪,৬৭৮  
হ্যান্ড গ্লাভস ২২০ বক্স  
হেড কভার ৭,৫০০  
সাবান ৫,০০০



খুলনা ও সাতক্ষীরার উপকূল অঞ্চলে আফানে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জরুরী ত্রাণ বিতরণ



চাল ১,৭৮,৫০০ কেজি



ডাল ৩৮,০০০ কেজি

## ঢাকা শহর ঘুরে ঘুরে পথমানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ

## ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও কক্সবাজারে ঈদ সামগ্রী ও পোষাক বিতরণ



১৭ ই মে, রমাদান মাস, ঢাকার আকাশে সেদিন বেশ রোদ ছিলো, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ না কমলেও জনসমাগম ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। এরই মাঝে আজ বাসমাহ ফাউন্ডেশন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ঢাকার গুলিস্তান, শাহবাগ, টিএসসি, টিকাটুলী, ও যাত্রাবাড়ী সহ বিভিন্ন স্থানে ফুটপাতে অবস্থিত অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছে।

অনেকের অনুভূতিই আমাদেরকে শিহরিত করেছে, অনেকেই জানিয়েছেন

“আমাদের এমনও দিন গেছে যে, দুই দিন ধরে না খেয়ে দিন কাটিয়েছি”

এই ক্ষুদ্র উপহার পেয়েই তাদের চোখে মুখে দেখা গিয়েছে তৃপ্তির হাসি।

আমাদের এই কাজে সহযোগী পুলিশ প্রশাসন সহ সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা।

যারা আমাদেরকে আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতিও রইলো দোয়া ও ভালোবাসা...

করোনাভাইরাসের মধ্য দিয়েই পালিত হলো বিরল এক ঈদুল ফিতর। এই ঈদটা সবার জীবনেই একেবারে ভিন্ন রকম ঈদ ছিলো। তবে ঈদটা সবচেয়ে বেশী বেদনার ছিলো গরিব, দুখী ও অসহায় মানুষগুলোর। যখন জীবন বাঁচানো জন্য খাদ্য সংগ্রহই চ্যালেক্সের বিষয় তখন ঈদের কেনাকাটা বিলাসিতা মাত্র।

এমনসব হতদরিদ্র ও হাজারেরও অধিক ফ্যামিলিতে বাসমাহ সেমাই, চিনি, পোলাও এর চাল সহ ঈদ সামগ্রী প্রদান করেছে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে (২১ নং ক্যাম্প) ৩৯০০

ফ্যামিলিতে দেয়া হয়েছে ঈদ সামগ্রী। বাস্তবায়িত শরণার্থী নারী, শিশু ও নিরুপায় সাড়ে তিন শতাধিক ঈদ বস্ত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তরুণ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা গাজী সানাউল্লাহর তত্ত্বাবধানে ঢাকার মিরপুরে ৭৫টি ফ্যামিলিতে ঈদ সামগ্রী (সেমাই, চিনি, তেল, পোলাও এর চাল ইত্যাদি) প্রদান করা হয়েছে। ঈদের পোষাক প্রদান করা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁওয়ের নাজুলবন্দ বেদেপল্লীর শিশুদের মাঝে।



### যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625  
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation  
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বড়নগর, সোনারগাঁ,  
নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

